১১৬

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনায় অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহে (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের আর্থ-প্রশাসন কোর্স ও তৃতীয় শ্রেনীর কর্মচারীদের মৌল অফিস প্রশাসন কোর্স) অনুসৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার ।

মোঃ মঈন উদ্দীন
সহকারী পরিচালক

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বয়রা, খুলনা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ,খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ হিসাবে, প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মান ও আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে,বর্তমানে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মান ও আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার বিষয়ে (২০০১-২০০২) সনে অনুষ্ঠিত (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের আর্থ-প্রশাসন ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মৌল অফিস প্রশাসন কোর্সের উপর) একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় । উক্ত দুটি কোর্সের যে সমস্ত অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ সমীক্ষা সম্পাদনে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে যে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । অত্র কেন্দ্রের মাননীয় উপ-পরিচালক জনাব গাজী মিজানুর রহমান উপর্যুক্ত দুটি কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহে সময় করে দিয়েছেন । পরিসংখ্যান সহকারী জনাব নাসরিন ফাতেমা বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম,কোর্স মূল্যায়ন ফর্ম সংগ্রহ করে দিয়েছেন ।প্রধান কার্যালয়ের মাননীয় এম ডি এস (আর এন্ড সি) জনাব মোশাররফ হোসেন সহ গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থিত অন্যান্য অনুষদ সদস্যগণ গবেষনা সম্পাদনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন । সমীক্ষা পরিচালনায় প্রশ্নমালা তৈরী ও প্রতিবেদন প্রণয়নে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও নিষ্ঠার সাথে টাইপ করে দেয়ার জন্য কেন্দ্রের সাঁট মুদ্রাক্ষরিক জনাব প্রকাশ কান্তি দত্ত , ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর জনাব রতন কুমার শীল ও কাজী মোঃ জালাল উদ্দিন,সেকশন অফিসার (দৈনিক ভিত্তিক)খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই । তাঁদের এই উদার সহযোগিতা ছাড়া এই প্রতিবেদন প্রস্তুতকরা হয়তো সম্ভব হতো না ।

মোঃ মঈন উদ্দীন
সহকারী পরিচালক

মুখবন্ধ

এই গবেষণা কার্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো আঞ্চলিক কেন্দ্র, খুলনা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা। সে উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রশিক্ষণে যে পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মুল্যায়ন এবং কোন্ বিষয়ে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে প্রশিক্ষণ তাঁদের কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের কোন বিষয়ের হৃদয়ঙ্গমতা অনেকাংশেই নির্ভর করে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উপর। সেক্ষেত্রে বর্তমানে কোনো বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানে যথার্থ পদ্ধতি অনুসৃত না হলে সেক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত তা এই প্রতিবেদনে বের হয়ে এসেছে। সে বিচারে বলা যায়, ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনায় এই সমীক্ষাটি একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে। যদিও প্রথম অবস্থায় গবেষণা শিরোনাম হিসাবে উপস্থাপন করা হয়-আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহে অনুসৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার, পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নামকরণ করা হয়-আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনায় অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে (প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তাদের আর্থ প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্স ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মৌল অফিস প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্স) অনুসৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং এই নামের উপর ভিত্তি করেই সমীক্ষাটি সম্পন্ন হয়েছে। মুখবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে এই সমীক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণে অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যথেষ্ট সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করার পেছনে সমস্যা ও গৃহীতব্য পদক্ষেপ সংক্রান্ত সমীক্ষা ইতোপুর্বে পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত কোনো কিছু আলোচিত হয়নি। এই সমীক্ষা পরিচালনায় যে আর্থিক খরচ সংস্থান করতে হয়েছে তা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা বহন করেছে-তা না করলে এটি সম্পাদন করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হতো না।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	II
মুখবন্ধ	III
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি	১
গবেষণার উদ্দেশ্য	২
গবেষণার পরিধি	২
গবেষণা পদ্ধতি	২
সীমাবদ্ধতা	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়:উপাত্ত বিশ্লেষণ	৪
প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আর্থ প্রশাসন কোর্স	৪-৫
তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য মৌল অফিস প্রশাসন কোর্স	৫-৭
তৃতীয় অধ্যায় : ফলাফল ও সুপারিশ	
ফলাফল	৮
সুপারিশ	৯
সারণী তালিকা ১ থেকে ৭৯	১১-৫২
সহায়ক গ্রন্থসমূহ	৫৩

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি ঃ

১.০ ভূমিকা ঃ

১.১ পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য যে বাস্তব প্রস্তুতি , লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কর্মতৎপরতা তাই হলো প্রশিক্ষণ । প্রশিক্ষণ দেয়া হয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের জন্য । প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় । তাই এ যুগে প্রশিক্ষণকে সর্বোত্তম পুঁজি বলে গণ্য করা হয় ।

১.২ বাংলাদেশে সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায় ৭০ এর দশকে এবং সে উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ও এন্ড এম উইং কর্মচারীদের জন্য সর্ব প্রথম প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠিত করে । ১৯৬৬ সনে ষ্টাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (S T I) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সচিবালয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয় । ১৯৮০ সনে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে (STI) এর আরো ৩টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয় । ১৯৮১ সনে সরকার Pre-investment Study for a Public Administration training and Management Improvement নামে একটি গবেষণা পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তথা আইডি-এর সহযোগীতায় কর্মচারী প্রশিক্ষণ সহ সকল ধরণের লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে ।

১৯৮২ সনে Administrative Reform নামে একটি সামরিক আইন কমিটি S T I এর কাঠামো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে একত্রীকরণের পরামর্শ দেয়। যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার চেয়ে লোক-প্রশাসনের সংগে সমন্বিতভাবে কাজ করলে তা বেশী ফলপ্রসূ হবে । বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সনে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশ নং XXV ১৯৮৪ এর মাধ্যমে প্রাক্তন বাংলাদেশ এডমিনিসট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ (বি এ এস সি), ন্যাশনাল ইনিষ্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিসট্রেশন (নিপা), সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোটা) ও ষ্টাফ ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (এসটিআই) কে একীভূত করে ষ্টাফ ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (এস টি আই) কে আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা আরপিএটিসি নামে নামকরণ করা হয় ।

আমাদের দেশে দক্ষ জনসাধারণের প্রকট অভাব । দক্ষতা ছাড়া কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয় । কারো মনোবৃত্তি ও জ্ঞান আছে, কিন্তু দক্ষতা নাই ; তাঁর নিকট হতে ভাল কাজ আশা করা যায় না । প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল একজন অদক্ষ কর্মচারীকে দক্ষ এবং দক্ষকে দক্ষতর করে তোলা যায় । তাছাড়া প্রশিক্ষণ এমন একটি সার্থক পদ্ধতি যার মধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কাজ করার ইচ্ছা জাগ্রত করা সম্ভবপর হয় । এই কাজ করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি প্রশিক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনভাবে সম্ভবপর নয় ।

১.৩ আঞ্চলিক কেন্দ্র খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে অর্জিত মান আশাব্যঞ্জক নয় ।যেমন- ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৯০ জন , সেখানে অংশগ্রহণ করেন ৮৬৯ জন অর্থাৎ শতকরা অর্জিত মান ৬৭.৩৬ জন । ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১২৫ জন , সেখানে অংশগ্রহণ করেন ১০৪৬ জন অর্থাৎ শতকরা অর্জিত মান ৯২.৮৯ জন ।১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৮৫ জন , সেখানে অংশগ্রহণ করেন ৯৪৭ জন অর্থাৎ শতকরা অর্জিত মান ৭৩.৭০ জন ।১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪০৫ জন , সেখানে অংশগ্রহণ করেন ১১৪৯ জন অর্থাৎ শতকরা অর্জিত মান ৮১.৭৮ জন । ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৯০ জন , সেখানে অংশগ্রহণ করেন ৭৯০ জন অর্থাৎ শতকরা অর্জিত মান ৬১.২৪ জন ।২০০০-২০০১ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩৫৫ জন , সেখানে অংশগ্রহণ করেন ৬৬৭ জন অর্থাৎ শতকরা অর্জিত মান ৪৯.২২ জন ।২০০১-২০০২ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩২৫ জন , সেখানে অংশগ্রহণ করেন ৮৬০ জন অর্থাৎ শতকরা অর্জিত মান ৬৪.৯০ জন । (সারণী-৭৯)

১.৪ প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের বর্তমান এই ধারা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ (বিপিএটিসি-র) অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে আঞ্চলিক কেন্দ্র, খুলনার বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণের মান ও আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের গবে/প১-১৫/২০০২-১৩১৯ তারিখ ২০-০২-২০০২ নং পত্রের আদেশক্রমে এগবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.৫ **গবেষণার উদ্দেশ্যঃ**

১ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা নির্ণয় করা।

১. নির্ধারিত কিছু বিষয়ের আলোচনাকালে (প্রশিক্ষণ অধিবেশনে) কোন কোন পদ্ধতি অনুসরণীয় হতে পারে তা বের করা ও

২. প্রশিক্ষণ অধিবেশনে কোন কোন আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক যার মধ্যমে প্রশিক্ষণকে আকর্ষনীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায় তা নির্ধারণ করা।

১.৬ **গবেষণার পরিধিঃ**

কেন্দ্রে কর্মকর্তা- কর্মচারীদের জন্যে বিভিন্ন নামে ২২টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে গত অর্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত আর্থ-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্স ও তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত মৌল অফিস প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্সকে এই গবেষণা কার্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত দুটি কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ,পদ্ধতিসমুহের গ্রহণযোগ্যতা, ভবিষ্যতে অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।বর্তমান প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়েছে।সুপারিশসমূহ অনুসরণ করা হলে প্রশিক্ষনের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।তখন অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা- কর্মচারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও আন্তরিক হয়ে তাঁদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।ফলশ্রুতিতে দেশের ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়।

১.৭ **গবেষণা পদ্ধতিঃ**

গবেষণাটি পরিচালনা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৭.১ **প্রাথমিক উৎস-**

(ক) প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে আর্থ প্রশাসন কোর্স ও মৌল অফিস প্রশাসন কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে প্রশ্নমালা পুরণ করা হয় , সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং তাঁদের কর্তৃক সম্পাদিত কাজ পর্যবেক্ষণ করে ও কেন্দ্রে চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

১.৭.২ **মাধ্যমিক উৎস ঃ**

ক) কেন্দ্রের পরিসংখ্যান সহকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিপিএটিসির উদ্দেশ্যে প্রেরিত উক্ত দুটি কোর্সের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

খ) প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক পুরণকৃত কোর্স মূল্যায়ন ফরম।

১.৮ সীমাবদ্ধতাঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ হচ্ছেন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান উপাদান। আঞ্চলিক কেন্দ্রখুলনায়, অনুষ্ঠিত গত অর্থবছরে উক্ত দুটি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। শুধু খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত নিকটবর্তী যে সমস্ত দপ্তর হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন শুধু তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু অংশগ্রহণকারীবৃন্দ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছেন। তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার।বর্তমান গবেষণায় দীর্ঘ সময় ও প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। যদি সম্ভব হতো তাহলে হয়তো আরো নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হতো, যা গবেষণা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করতো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ

২.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যতই সুপরিকল্পিত হউক না কেন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে তা যদি গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় না হয় তাহলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ব্যর্থ হতে বাধ্য।প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়ের নিরিখে সঠিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ উপকরণ বাছাই করে নিতে হবে।বর্তমান অধ্যায়ে এ বিষয়ের উপর আলোচনা করা হলো।গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোর্স সমূহ হতে যে দুটি কোর্সকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা হলো -

২.২ প্রথমশ্রেণী কর্মকর্তাদের জন্য আর্থ-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্সঃ

এই কোর্সে মোট ১৬টি বিষয় আছে , তার মধ্যে ৫টি বিষয়য়ের উপর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো -(ক) বাজেট, দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন (খ) বেতন নির্ধারণ (গ) ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার লিখন ও সংরক্ষণ (ঘ) ভ্রমণ ভাতা এবং (ঙ) অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি। এখন উক্ত বিষয়গুলির উপর সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হলো -

২.২.১ বাজেট, দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুতকরন ও বাজেট অনুমোদন ঃ

এই বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী (সারণী নং-২) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-৩)। বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-৪)।বর্তমানে বিষয়টির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় (১ঘন্টা ৩০ মিনিটের ১টা সেশন) তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগীক মনে করেন না (সারণী নং-৫)। বরং তারা ১ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-৬) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-৭)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-৯) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector Multi Media ও Cordless Microphone.

২.২.২ বেতন নির্ধারণ ঃ

বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী (সারণী নং-১০) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-১১)। বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-১২)।বর্তমানে বিষয়টির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় (১ঘন্টা ৩০মিনিটের একটা সেশন) তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগীক মনে করেন না (সারণী নং-১৩)। বরং তারা ১ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-১৪) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-১৫)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-১৭) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector .

২.২.৩ ক্যাশ বই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার লিখন ও সংরক্ষণ ঃ

এটি যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী (সারণী নং-১৮) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-১৯) । বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-২০) ।বর্তমানে বিষযটির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় (১ঘন্টা ৩০মিনিটের একটা সেশন) তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগিক মনে করেন না (সারণী নং-২১) । বরং তারা ১ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-২২) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-২৩)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-২৫) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector Multi Media ও Cordless Microphone.

২.২.৪ ভ্রমন ভাতা ঃ

এই বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী (সারণী নং-২৬) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-২৭) । বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-২৮) ।বর্তমানে বিষযটির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগিক মনে করেন না (সারণী নং-২৯) । বরং তারা ১ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-৩০) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-৩১)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-৩২.২) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector Multi Media ও Cordless Microphone.

২.২.৫ অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী (সারণী নং-৩৩) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-৩৪) । বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-৩৫) ।বর্তমানে বিষযটির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগিক মনে করেন না (সারণী নং-৩৬) । বরং তারা ১ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-৩৭) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-৩৮)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-৪০) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector, Multi Media, Cordless Microphone ও Film Projector .

৩.০ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত মৌল অফিস প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ

এই কোর্সে মোট ৫৭টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে , তার মধ্যে ৫টি বিষয়ের উপর সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষিত হলো - বিষয়গুলো হচ্ছে (ক) নিয়োগ ও পদোন্নতি (খ) শৃংখলা আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ (গ) বেতন নির্ধারণ (ঘ) ভ্রমণ ভাতা (ঙ) বাজেট, দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন । সংগৃহীত উপাত্তসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো-

৩.১ নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ

এই বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী (সারণী নং-৪১) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য (সারণী নং-৪৩) । বর্তমানে বিষয়টির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগিক মনে করেন (সারণী নং-৪৫) । তাঁরা ১ঘন্টা ৩০ মিনিট করে ১টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-৪৬) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-৪৭)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-৪৯) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector, Cordless Microphone .

৩.২ শৃংখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ঃ

এই বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় বেশী (সারণী নং-৫০) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-৫১) । বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-৫২) ।বর্তমানে বিষয়টির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগিক মনে করেন না (সারণী নং-৫৩) । বরং তারা ১ঘন্টা করে ৪টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-৫৪) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-৫৫)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-৫৭) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector, Film Projector .

৩.৩ বেতন নির্ধারণঃ

বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় বেশী (সারণী নং-৫৮) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-৫৯) । বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-৬০) ।বর্তমানে বিষয়টির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগিক মনে করেন না (সারণী নং-৬১) । বরং তারা ১ঘন্টা করে৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-৬২) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-৬৩)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-৬৪) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector, Film Projector .

৩.৪ ভ্রমণ ভাতা ঃ

বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় বেশী (সারণী নং-৬৫) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-৬৬) । বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-৬৭) ।বর্তমানে বিষয়টির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগিক মনে করেন না (সারণী নং-৬৮) । বরং তারা ১ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-৬৯) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-৭০)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত

প্রকাশ করেন (সারণী নং-৭১) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector, Film Projector, Cordless Microphone.

৩.৫ বাজেট, দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদনঃ

বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় বেশী (সারণী নং-৭২) যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সারণী নং-৭৩) । বরং তাঁরা বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন (সারণী নং-৭৪) ।বর্তমানে বিষযটির পরিচালনায় যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ যথেষ্ট এবং প্রাসংগিক মনে করেন না (সারণী নং-৭৫) । বরং তারা ১ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে (সারণী-৭৬) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন (সারণী নং-৭৭)। উল্লেখ্য যে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোচিত হলে তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে মতামত প্রকাশ করেন (সারণী নং-৭৮) এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন তাহলো Over Head Projector, Film Projector, Cordless Microphone.

৩য় অধ্যায় ঃ-

ফলাফল ও সুপারিশ ঃ-

৪.০ **ফলাফল ঃ-**

প্রথমে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আর্থ প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্সের ফলাফল উল্লেখ করা হলো ;

৪.১ **বাজেট, দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুত করণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত** ঃ- বিষয়টি পরিচালনায় বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণকরা হয় বেশি যা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় এবং অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় কম অথচ তাঁরা বিভিন্ন ধরণের যন্এপাতি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন ;

৪.২ **বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত** ঃ এই বিষয়টির পরিচালনায়ও দেখা যায় বক্তৃতা ও আলোচনার পদ্ধতির প্রয়োগ হয় বেশি, যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় ।তাঁরা মন্তব্য করেন বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে এটি যথার্থ হত এবং এটাও লক্ষ্য করা যায় যে এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের নিরীক্ষে কম;

৪.৩ **ক্যাশ বই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিষ্টার লিখন ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত** ঃ এই বিষয়টির পরিচালনায়ও দেখা যায় বক্তৃতা ও আলোচনার পদ্ধতির প্রয়োগ হয় বেশি, যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় ।তাঁরা মন্তব্য করেন বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে এটি যথার্থ হত এবং এটাও লক্ষ্য করা যায় যে এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাঁরা ওভারহেড প্রজেক্টর , মালটিমিডিয়া ,কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন ।

৪.৪ ভ্রমন ভাতা সম্পর্কিত ঃ ভ্রমন ভাতা বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োগ হয় বেশি, যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় । বরং তাঁরা বক্তৃতা আলোচনা লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা উপর মতামত দেন । এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাঁরা ওভারহেড প্রজেক্টর , মালটিমিডিয়া ,কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন ।

৪.৫ অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তি সম্পর্কিত ঃ এই বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় শুধু বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োগ হয় বেশি, যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় । বরং তাঁরা বক্তৃতা আলোচনা লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার পক্ষপাতি এবং যে সময় সীমা নির্ধারণ করা হয় তা যথেষ্ট নয় । এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাঁরা ওভারহেড প্রজেক্টর , মালটিমিডিয়া ,কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন ।

৫.০ **নিম্নে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত মৌল অফিস প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্সের ফলাফল উল্লেখ করা হলোঃ-**

৫.১ **নিয়োগ ও পদোন্নতি** ঃ এই বিষয়টির পরিচালনায়ও দেখা যায় বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োগ হয় বেশি, এবং এ পদ্ধতির অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য । তাঁরা মন্তব্য করেন বর্তমান যে সময় সীমা নির্ধারণ করা আছে তা যথেষ্ট । কিন্তু অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের অনুসারে কম। তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনায় ওভারহেড প্রজেক্টের ও কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহারের সুপারিশ করেন ।

৫.২ **শৃঙ্খলা আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫;**ঃ বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা ও আলোচনার পদ্ধতির প্রয়োগ হয় বেশি, যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় । এক্ষেত্রে তাঁরা মন্তব্য করেন বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে এটি যথার্থ হত । তাছাড়া যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম এবং এটাও লক্ষ্য করা যায় যে এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাঁরা ওভারহেড প্রজেক্টর , ফিল্ম প্রজেক্টের ,কর্ডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন ।

৫.৩ **বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত** ঃ বেতন নির্ধারণ বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় বেশি, যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় । বরং তাঁরা বক্তৃতা আলোচনা লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন । এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও যে সময় বরাদ্দ করা হয় তাতে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ থাকে কম । অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাঁরা ওভারহেড প্রজেক্টর , মাল্টিমিডিয়া ,কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন।

৫.৪ **ভ্রমন ভাতা সম্পর্কিত** ঃ এই বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় তাতে বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োগ হয় বেশি, যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় । বরং তাঁরা বক্তৃতা আলোচনা লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার পক্ষপাতি এবং যে সময় সীমা নির্ধারণ করা হয় তা যথেষ্ট নয় । তাঁরা ১ঘন্টা করে ৩ সেসন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে মত দেন। এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাঁরা ওভারহেড প্রজেক্টর, ফিল্ম প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া ,কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন ।

৫.৫ **বাজেট, দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুত করণ ও বাজেট অনুমোদন** ঃ- বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাতে দেখা যায় শুধু বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োগ হয় বেশি, যা অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় । বরং তাঁরা বক্তৃতা আলোচনা লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার পক্ষপাতি এবং যে সময় সীমা নির্ধারণ করা হয় তা যথেষ্ট নয় । এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাঁরা ওভারহেড প্রজেক্টর , মাল্টিমিডিয়া ,কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন ।

সুপারিশ ঃ-

প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত আর্থ প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পর্কিত নিম্ন লিখিত সুপারিশ সমূহ পেশ করা হলো ঃ-

৬.০ **বাজেট, দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুত করণ ও বাজেট অনুমোদন বিষয়ে ঃ**

৬.১ উক্ত বিষয়টর পরিচালনায় বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ;

৬.২ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের ১টি সেসনের পরিবর্তে ১ঘন্টা করে ২টি সেসন করা যেতে পারে ;

৬.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতি হিসাবে ওভারহেড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া ও কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যেতে পারে ;

৭.০ **বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত ঃ-**

৭.১ উপর্যুক্ত বিষয়টর পরিচালনায় বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ;

৭.২ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের ১টি সেসনের পরিবর্তে ১ঘন্টা করে ২টি সেসন করা যেতে পারে ;

৭.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতি হিসাবে ওভারহেড প্রজেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে ;

৮.০ **ক্যাশ বই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিষ্টার লিখন ও সংরক্ষন ঃ-**

৮.১ বিষয়টর পরিচালনায় বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ;

৮.২ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের ১টি সেসনের পরিবর্তে ১ঘন্টা করে ৩টি সেসন করা যেতে পারে ;

৮.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্এপাতি হিসাবে ওভারহেড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া ও কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যেতে পারে ;

৯.০ **ভ্রমন ভাতা ঃ-**

৯.১ বিষয়টর পরিচালনায় বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ;

৯.২ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের ১টি সেসনের পরিবর্তে ১ঘন্টা করে ৩টি সেসন করা যেতে পারে ;

৯.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি হিসাবেও এ ক্ষেত্রে ওভারহেড প্রজেক্টর, মালটিমিডিয়া ও কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যেতে পারে ;

১০.০ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করণঃ-

১০.১ বিষয়টর পরিচালনায় বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ;
১০.২ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের ১টি সেসনের পরিবর্তে ১ঘন্টা করে ২টি সেসন করা যেতে পারে ;
১০.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি হিসাবেও এ ক্ষেত্রে ওভারহেড প্রজেক্টর, মালটিমিডিয়া, কডলেস মাইক্রোফোন ও ফিল্ম প্রজেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে ;

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত মৌল অফিস অফিস প্রশাসন কোর্সকে ফল প্রসূ করতে নিম্ন লিখিত সুপারিশমালা পেশ করা হলো ঃ-

১১.০ নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ-

১১.১ বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে (বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি) তা অনুসরণ করা যেতে পারে ;
১১.২ অধিবেশনের সময় ১ঘন্টা ৩০ মিনিটের ১টা সেসন করা যেতে পারে ;
১১.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি হিসাবে ওভার প্রজেক্টর ,কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যেতে পারে ।

১২.০ শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ,১৯৮৫ঃ-

১২.১ এই বিষয়টি পরিচালনায় বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে ;
১২.২ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনায় অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগ নামা , তদন্ত কার্য পরিচালনা ও তদন্ত প্রতিবেদন প্রেণয়ন সংবলিত বিষয় সংযোজন করে ১ ঘন্টা করে ৪টি সেসন করা যেতে পারে ;
১২.৩ সেসন উপভোগ্য করার লক্ষে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি হিসাবে ওভার প্রজেক্টর, ফিল্ম প্রজেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে ।

১৩.০ বেতন নির্ধারণ ঃ-

১৩.১ উপর্যুক্ত বিষয়টর পরিচালনায় বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে;
১৩.২ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের ১টি সেসনের পরিবর্তে ১ঘন্টা করে ৩টি সেসন করা যেতে পারে ;
১৩.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি হিসাবে ওভারহেড প্রজেক্টর,ফিল্ম প্রজেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে ;

১৪.০ ভ্রমন ভাতা ঃ-

১৪.১ বিষয়ট পরিচালনায় বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ;
১৪.২ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের ১টি সেসনের পরিবর্তে ১ঘন্টা করে ৩টি সেসন করা যেতে পারে ;
১৪.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি হিসাবে ওভারহেড প্রজেক্টর,ফিল্ম প্রজেক্টর , কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যেতে পারে ;

১৫.০ বাজেট, দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুত করণ ও বাজেট অনুমোদন বিষয়ে ঃ
১৫.১ উক্ত বিষয়টর পরিচালনায় বক্তৃতা আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ;
১৫.২ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের ১টি সেসনের পরিবর্তে ১ঘন্টা করে ২টি সেসন করা যেতে পারে ;
১৫.৩ অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি হিসাবে ওভারহেড প্রজেক্টর, মালটিমিডিয়া ও কডলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যেতে পারে ;

আর্থ প্রশাসন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের (প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা) উপর সংগৃহীত তথ্যের সারণীসমূহ ঃ

সারণী নং-১

সারণী শিরোনামঃ গৃহীত প্রশিক্ষণ সম্পর্কের অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্য

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	কার্যকরী ওআধুনিক	|||| |||	৮	৪০%
খ.	কার্যকরী ও আধুনিক নয়	০	০	০%
গ.	কার্যকরী কিন্তু আধুনিক নয়	|||| |||| ||	১২	৬০%

মোট-২০ ১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় , ২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে গৃহীত প্রশিক্ষণকে কার্যকরী ও আধুনিক মনে করেন শতকরা ৪০ জন। কার্যকরী ও আধুনিক নয় ০ জন এবং কার্যকরী কিন্তু আধুনিক নয় শতকরা ৬০ জন।

এতে প্রতীয়মান হয় যে,বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকরী কিন্তু আধুনিক নয় ।

সারণী নং-২

সারণী শিরোনাম ঃ বাজেট , দাপ্তরিক বাজেট প্রাক্কলন, প্রস্তুতকরণ ওবাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	||||	৪	২০%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	|||| |||| ||	১২	৬০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর	||||	৪	২০%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা	—	০	০%

মোট- ২০ ১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ২০ জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৬০ জন , বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ২০জন , বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা কেউ উল্লেখ করেননি ।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং ৩

শিরোনামঃ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	||||| ||	৭	৩৫%
খ.	না	||||| ||||| |||	১৩	৬৫%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে বাজেট বিষয়ক বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সমর্থন করেন ৭জন অর্থাৎ শতকরা
৩৫জন এবং সমর্থন করেন না ১৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৫জন।

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

☆ বাজেট বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে তাতে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর সমর্থন নেই। কারণ তাঁরা মনে করেন হাতে-কলমে করার সুযোগ নেই , প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় না , এবং দলীয় উপস্থাপনা কিংবা একক উপস্থপনার সুযোগ রাখা হয় না।

সারণী- ৪

শিরোনামঃ বাজেট সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	||	২	১০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	||||| ||||| ||||| |||	১৮	৯০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন বক্তৃতা আলোচনা ওলিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন। বক্তৃতা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর ২ জন অর্থাৎ শতকরা ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী মতামত দেন এবং বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতিতে কেউই মতামত দেননি।

অতএব উপরের সারণীতে দেখা যায় অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত ব্যক্ত করেন।

সারণী- ৫

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	|||||||||	৯	৪৫%
খ.	না	|||||||||||	১১	৫৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে ৯জন প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে বিষয়টি আলোচনায় যে সময় বরাদ্দ করা হয় (১ঘন্টা ৩০ মিনিট) তা যথেষ্ট এবং ১১ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫ জন যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা সময় বাড়ানোর পক্ষপাতি।

সারণী- ৬

শিরোনামঃ

প্রশিক্ষণার্থীদের মতে বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	|||||||||	৯	৪৫%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	|||||||||||	১১	৫৫%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	—	০	০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জরেন মধ্যে ১১জন বিষয়টির আলোচনায় ১ ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে এবং ৯জন বিদ্যমান সময় অর্থাৎ ১ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নির্ধারনের পক্ষে। অর্থাৎ শতকরা ৫৫জন প্রশিক্ষণার্থী ১ঘন্টা করে ২টা সেশনের পক্ষে।

অতএব ১ঘন্টা করে ২টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী-৭

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	-	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	|||	৩	১৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	~~||||~~ ~~||||~~ ~~||||~~ ||	১৭	৮৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় বাজেট সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩ জন বলেন প্রয়োজন মতো , ১৭জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৮৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী- ৮

শিরোনামঃ বাজেট সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	~~||||~~ ~~||||~~ ~~||||~~ ~~||||~~	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সমর্থন করেন।কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।
অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণী- ৯

শিরোনামঃ অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্তপাতির মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হলে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে সংরক্ষণ থাকবে কিনা-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	𝍸𝍸𝍸𝍸	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।

অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগন যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্তপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector, Multi Media , Cordless Micro-phone.

সারণী নংঃ ১০

সারণী শিরোনাম ঃ বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় বলে প্রশিক্ষণার্থীগণ উল্লেখ করেন-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	𝍸 ॥	৭	৩৫%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	𝍸 ॥॥	৯	৪৫%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর	॥॥	৪	২০%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৩৫ জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৪৫ জন ও বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ২০জন এবং বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা কেউ উল্লেখ করেননি ।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং-১১

শিরোনামঃ বর্তমান বেতন নির্ধারণ বিষয়টি আলোচনায় যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	卌 |	৬	৩০%
খ.	না	卌 卌 ||||	১৪	৭০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ বিষয়ক বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সমর্থন করেন ৬জন অর্থাৎ শতকরা ৩০জন এবং সমর্থন করেন না ১৪জন অর্থাৎ শতকরা ৭০জন।

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

☆ বেতন নির্ধারণ বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হওয়া উচিত বলে প্রশিক্ষণার্থীগণ যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেন (২০ জনের মধ্যে ১৪ জন) তা হলো - হাতে-কলমে করার সুযোগ রাখা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করা, দলীয় উপস্থাপনা রাখা, একক উপস্থপনার সুযোগ রাখা ,সময় বৃদ্ধি করা ওপর্যাপ্ত অনুশীলনীর ব্যবস্থা রাখা।

সারণী-১২

শিরোনামঃ বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	||	২	১০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	卌 卌 卌 |||	১৮	৯০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন বক্তৃতা আলোচনা ওলিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন। বক্তৃতা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর ২ জন অর্থাৎ শতকরা ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী মতামত দেন এবং বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতিতে কেউই মতামত দেননি।

অতএব উপরের সারণীতে দেখা যায় অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ বক্তৃতা, আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত ব্যক্ত করেন।

সারণী- ১৩

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	卌	৫	২৫%
খ.	না	卌 卌 卌	১৫	৭৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে ৫জন প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে বিষয়টি আলোচনায় যে সময় বরাদ্দ করা হয় (১ঘন্টা ৩০ মিনিট) তা যথেষ্ট এবং ১৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৭৫ জন যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা সময় বাড়ানোর পক্ষপাতি।

সারণী- ১৪

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	卌 |	৬	৩০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	卌 卌 |	১১	৫৫%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	|||	৩	১৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জনের মধ্যে ১১জন বিষয়টির আলোচনায় ১ ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে, এবং ৬জন বিদ্যমান সময় অর্থাৎ ১ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নির্ধারনের পক্ষে এবং ৩জন ১ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে।

অতএব ১ঘন্টা করে ২টা সেশন করা যেতে পারে এ বক্তব্যের সাথে ১১জন প্রশিক্ষণার্থী তথা শতকরা ৫৫জন একমত পোষন করেন।

সারণী-১৫

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	—	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	|||	৩	১৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	卌 卌 卌 ||	১৭	৮৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩ জন বলেন প্রয়োজন মতো , ১৭ জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম ।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী- ১৬

শিরোনামঃ বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সমর্থন করেন।কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।
অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণী- ১৭

শিরোনামঃ অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্তপাতির মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হলে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে সংরক্ষণ থাকবে কিনা-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।
অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

✧ বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগন যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্তপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector,

সারণী নংঃ ১৮

সারণী শিরোনাম ঃ ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় -

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	~~||||~~ |	৬	৩০%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	~~||||~~ ~~||||~~ ||	১২	৬০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর	||	২	১০%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগাত আলোচনা ও উপস্থাপনা	—	০	০%

মোট- ২০ ১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৩০ জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৬০ জন , বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ১০জন , বক্তৃতা, দলগাত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা কেউ উল্লেখ করেননি ।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং- ১৯

শিরোনামঃ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	~~||||~~ ||	৭	৩৫%
খ.	না	~~||||~~ ~~||||~~ |||	১৩	৬৫%

মোট- ২০ ১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ বিষয়ক বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সমর্থন করেন ৭জন অর্থাৎ শতকরা ৩৫ জন এবং সমর্থন করেন না ১৩জন অর্থাৎ শতকরা ৬৫ জন। উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ।

☆ ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় তা ২০ জনের মধ্যে ১৩ জন পছন্দ করেন না তার কারণ হলো হাতে-কলমে করার সুযোগ না রাখা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ না করা, দলীয় উপস্থাপনা না রাখা ও একক উপস্থপনার সুযোগ না থাকা ।

সারণী-২০

শিরোনামঃ ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	𝍸 I	৬	৩০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	II	২	১০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	𝍸 𝍸 II	১২	৬০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১২ জন প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ শতকরা ৬০ জন বক্তৃতা আলোচনা ওলিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন । বক্তৃতা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর ২ জন অর্থাৎ শতকরা ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী মতামত দেন এবং বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতিতে শতকরা ৩০জন প্রশিক্ষণার্থী মতামত দেন ।

অতএব উপরের সারণীতে দেখা যায় অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত ব্যক্ত করেন ।

সারণী- ২১

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	𝍸 IIII	৯	৪৫%
খ.	না	𝍸 𝍸 I	১১	৫৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে ৯জন প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে বিষয়টি আলোচনায় যে সময় বরাদ্দ করা হয় (১ঘন্টা ৩০ মিনিট) তা যথেষ্ট এবং ১১ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫ জন যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন । অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা সময় বাড়ানোর পক্ষপাতি।

সারণী-২২

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ বিষয়টি সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	—	০	০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	|||||		৬	৩০%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	||||| ||||| ||||	১৪	৭০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জনের মধ্যে ৬ জন বিষয়টির আলোচনায় ১ ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে এবং ১৪ জন ১ঘন্টা করে ৩টা সেশন নির্ধারনের পক্ষে মতামত দেন।
অতএব ১ঘন্টা করে ৩টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী-২৩

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	—	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	|||	৩	১৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	||||| ||||| ||||| ||	১৭	৮৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩ জন বলেন প্রয়োজন মতো , ১৭জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৮৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম ।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-২৪

শিরোনামঃ ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সমর্থন করেন।কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।

অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে ।

সারণী- ২৫

শিরোনামঃ অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হলে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে সংরক্ষণ থাকবে কিনা-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি। অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে ।

ক্যাশবই ও অন্যান্য আর্থিক রেজিস্টার সংরক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগ যে সমস্ত অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector, Multi Media , Cordless Microphone.

সারণী-২৬

সারণী শিরোনাম ঃভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	||	২	১০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর	卌 卌 卌 ||	১৭	৮৫%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা	|	১	৫%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ০ জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ১০ জন , বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ৮৫জন এবং বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৫ জন ।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বক্তৃতা ,আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং-২৭

শিরোনামঃ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	卌 ||	৭	৩৫%
খ.	না	卌 卌 |||	১৩	৬৫%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে বাজেট বিষয়ক বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সমর্থন করেন ৭জন অর্থাৎ শতকরা ৩৫জন এবং সমর্থন করেন না ১৩জন অর্থাৎ শতকরা ৬৫জন।

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ।

☆ ভ্রমণ ভাতা বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় তা শতকরা ৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ তারা উল্লেখ করেন হাতে-কলমে করার সুযোগ না রাখা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ না করা, দলীয় উপস্থাপনা পদ্ধতি না রাখা ও একক উপস্থপনার সুযোগ না রাখা ।

সারণী-২৮

শিরোনামঃ ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	–	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	||	২	১০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	|||| |||| |||| |||	১৮	৯০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন বক্তৃতা আলোচনা ওলিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন। বক্তৃতা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর ২ জন অর্থাৎ শতকরা ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী মতামত দেন এবং বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতিতে কেউই মতামত দেননি।

অতএব উপরের সারণীতে দেখা যায় অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত ব্যক্ত করেন।

সারণী-২৯

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	|	১	৫%
খ.	না	|||| |||| |||| ||||	১৯	৯৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে ১ জন প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে বিষয়টি আলোচনায় যে সময় বরাদ্দ করা হয় (১ঘন্টা ৩০ মিনিট) তা যথেষ্ট এবং ১৯ জন অর্থাৎ শতকরা ৯৫ জন যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা সময় বাড়ানোর পক্ষপাতি।

সারণী- ৩০

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	—	০	০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	I	১	৫%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	~~IIII~~ ~~IIII~~ ~~IIII~~ IIII	১৯	৯৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০ জনের মধ্যে ১জন বিষয়টির আলোচনায় ১ ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে এবং ১৯ জন ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন নির্ধারনের পক্ষে । অর্থাৎ শতকরা ৯৫জন প্রশিক্ষণার্থী ১ঘন্টা করে ৩ টা সেশনের পক্ষে মতামত দেন ।

অতএব ১ঘন্টা করে ৩ টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী- ৩১

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	—	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	~~IIII~~ II	৭	৩৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	~~IIII~~ ~~IIII~~ III	১৩	৬৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৭ জন বলেন প্রয়োজন মতো,১৩ জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৬৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে উল্লেখ করেন ।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী- ৩০

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন		০	০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন		১	৫%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন		১৯	৯৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০ জনের মধ্যে ১জন বিষয়টির আলোচনায় ১ ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে এবং ১৯ জন ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন নির্ধারনের পক্ষে। অর্থাৎ শতকরা ৯৫জন প্রশিক্ষণার্থী ১ঘন্টা করে ৩ টা সেশনের পক্ষে মতামত দেন।
অতএব ১ঘন্টা করে ৩ টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী- ৩১

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী		০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো		৭	৩৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম		১৩	৬৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম		০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৭ জন বলেন প্রয়োজন মতো,১৩ জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৬৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে উল্লেখ করেন।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী- ৩২.১

শিরোনামঃভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ		২০	১০০%
খ.	না		০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সমর্থন করেন।কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।
অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণী- ৩২.২

শিরোনামঃ অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্তপাতির মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হলে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে সংরক্ষণ থাকবে কিনা-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ		২০	১০০%
খ.	না		০	০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।
অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

✧ ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগান যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্তপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Film Projector, Multi Media , Cordless Micro-phone.

সারণী নংঃ ৩৩.

সারণী শিরোনাম ঃ অডিট আপত্তি ওনিস্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় প্রশিক্ষণার্থীগণ উল্লেখ করেন-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	卌卌卌	১৫	৭৫%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	||||	৪	২০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর	|	১	৫%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা	--	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৭৫ জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ২০জন ও বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ৫জন এবং বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা কেউ উল্লেখ করেননি ।

অতএব বর্তমানে বিষয়টি পরিচালনায় বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং ৩৪

শিরোনামঃ বর্তমান বিষয়টি পরিচালনায় পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	—	০	০%
খ.	না	卌卌卌卌	২০	১০০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তি বিষয়ক বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তাতে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে কেউ সমর্থন করেননি ।

অতএব উপরের সারণী হতে দেখা যায় , বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তা কারোর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ।

☆ অডিট আপত্তি ও নিস্পতি বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হওয়া উচিত বলে প্রশিক্ষণার্থীগণ যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেন তা হলো - হাতে-কলমে করার সুযোগ না রাখা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ না করা, দলীয় উপস্থাপনা না করা ও একক উপস্থপনার সুযোগ না রাখা ।

সারণী- ৩৫

শিরোনামঃ অডিট আপত্তি ওনিস্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	ll	২	১০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	~~llll~~ ~~llll~~ ~~llll~~ lll	১৮	৯০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, অডিট আপত্তি ওনিস্পত্তি সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন বক্তৃতা আলোচনা ওলিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন। বক্তৃতা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর ২ জন অর্থাৎ শতকরা ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী মতামত দেন এবং বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতিতে কেউই মতামত দেননি ।

অতএব উপরের সারণীতে দেখা যায় অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত ব্যক্ত করেন ।

সারণী-৩৬

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	ll	২	১০%
খ.	না	~~llll~~ ~~llll~~ ~~llll~~ lll	১৮	৯০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে ২জন প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে বিষয়টি আলোচনায় যে সময় বরাদ্দ করা হয় (১ঘন্টা ৩০ মিনিট) তা যথেষ্ট এবং ১৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন । অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা সময় বাড়ানোর

১.

সারণী- ৩৭

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে অডিট আপত্তি ওনিস্পত্তি সম্পর্কিত সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	-	০	০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	[illegible]	১৩	৬৫%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	[illegible]	৭	৩৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জরেন মধ্যে ১৩ জন বিষয়টির আলোচনায় ১ ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে এবং ৭জন ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে এবং কেউই বিদ্যমান সময় অর্থাৎ ১ঘন্টা ৩০মিনিটের পক্ষে নয়। অতএব ১ঘন্টা করে ২টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী-৩৮

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী		০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো		৩	১৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম		১৭	৮৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম		০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় অডিট আপত্তি ওনিস্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩ জন বলেন প্রয়োজন মতো , ১৭জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৮৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-৩৯

শিরোনামঃ অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
খ.	না	-	০	০%

মোট- ২০ ১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সমর্থন করেন।কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।

অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণী- ৪০

শিরোনামঃ অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হলে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে সংরক্ষণ থাকবে কিনা-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
খ.	না	–	০	০%

মোট-২০ ১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।

অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগন যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector, Multi Media , Cordless Micro-phone. Film Projector.

পরিশিষ্ট-২

মৌল অফিস প্রশাসন পাঠক্রমের (তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য) উপর সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের সারণীসমূহ ঃ

সারণী- ৪১

সারণী শিরোনামঃ গৃহীত প্রশিক্ষণ সম্পর্কের অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্য

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	কার্যকরী ওআধুনিক	||||| ||	৭	৩৫%
খ.	কার্যকরী ও আধুনিক নয়	—	০	০%
গ.	কার্যকরী কিন্তু আধুনিক নয়	||||| ||||| |||	১৩	৬৫%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় , ২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে গৃহীত প্রশিক্ষণকে কার্যকরী ও আধুনিক মনে করেন শতকরা ৩৫ জন। কার্যকরী ও আধুনিক নয় ০ জন এবং কার্যকরী কিন্তু আধুনিক নয় শতকরা ৬৫ জন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকরী কিন্তু আধুনিক নয় ।

সারণী নং-৪২

সারণী শিরোনাম ঃ নিয়োগ ওপদোন্নতি সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	||||	৪	২০%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	||||| ||	৭	৩৫%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	||||| ||||	৯	৪৫%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ২০ জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৩৫ জন , বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ৪৫ জন , বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা কেউ উল্লেখ করেননি ।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

~~সারণী নং-৪৩~~

সারণী নং ৪৩

শিরোনামঃ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	卌 卌 ||||	১৪	৭০%
খ.	না	卌 |	৬	৩০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে নিয়োগ ওপদোন্নতি বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সমর্থন করেন ১৪জন অর্থাৎ শতকরা ৭০জন এবং সমর্থন করেন না ৬জন অর্থাৎ শতকরা ৩০জন।

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

সারণী- ৪৪

শিরোনামঃনিয়োগ ও পদোন্নতি সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	卌	৫	২৫%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	卌 卌 卌	১৫	৭৫%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, নিয়োগ ও পদোন্নতি সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ শতকরা ৭৫ জন বক্তৃতা আলোচনা ওলিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত দেন। বক্তৃতা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর ৫ জন অর্থাৎ শতকরা ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী মতামত দেন এবং বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতিতে কেউই মতামত দেননি।

অতএব উপরের সারণীতে দেখা যায় অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর মতামত ব্যক্ত করেন।

সারণী-৪৫

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	𝍸𝍸 ||||	১৪	৭০%
খ.	না	𝍸 |	৬	৩০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে ১৪জন প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে বিষয়টি আলোচনায় যে সময় বরাদ্দ করা হয় (১ঘন্টা ৩০ মিনিট) তা যথেষ্ট এবং ৬ জন অর্থাৎ শতকরা ৩০ জন যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা সময় বাড়ানোর পক্ষপাতি নন।

সারণী-৪ ৬

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে নিয়োগ ওপদোন্নতি সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	𝍸𝍸 ||||	১৪	৭০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	𝍸 |	৬	৩০%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	—	০	০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জরেন মধ্যে ৬জন বিষয়টির আলোচনায় ১ ঘন্টা করে ২টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে এবং ১৪জন বিদ্যমান সময় অর্থাৎ ১ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নির্ধারনের পক্ষে।
অতএব ১ঘন্টা ৩০মিনিট করে ১টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী-৪৭

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	—	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	||||	৫	২৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	|||| |||| ||||	১৫	৭৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	—	০	০%

মোট- ২০ ১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় নিয়োগ ও পদোন্নতি সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫জন বলেন প্রয়োজন মতো, ১৫জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৭৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে মন্তব্য করেন।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-৪৮

শিরোনামঃ নিয়োগ ও পদোন্নতি সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	|||| |||| |||| ||||	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%

মোট- ২০ ১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সমর্থন করেন।কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।

অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণী-৪৯

শিরোনামঃ অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্তপাতির মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হলে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে সংরক্ষণ থাকবে কিনা-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	卌 卌 卌 卌	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি। অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

✧ নিয়োগ ওপদোন্নতি সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগন যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্তপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector, Cordless Micro phone.

সারণী নং-৫০

সারণী শিরোনাম ঃ শৃঙখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	||||	৪	২০%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	卌 卌 |||	১৩	৬৫%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	|||	৩	১৫%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ২০ জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা৬৫ জন , বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ১৫জন এবং বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা কেউ উল্লেখ করেননি।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং ৫১

শিরোনামঃ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	—	০	০%
খ.	না	卌 卌 卌 卌	২০	১০০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে শৃঙখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সমর্থন করেননি কেউই অর্থাৎ শতকরা ১০০জন প্রশিক্ষণার্থী অসমর্থন করেন।

অতএব, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

❖ প্রশিক্ষণার্থীগণ বর্তমান পদ্ধতি সমর্থন না করার পেছনে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেন তা হলো- বিষয়টির ব্যাপকতার তুলনায় সময় বরাদ্দ করা হয় কম। বিষয়টির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অভিযোগ বিবরনী, অভিযোগনামা, তদন্তকার্য পরিচালনা, তদন্ত প্রতিবেদন লিখন ইত্যাদির উপর আলাদা সেশন রাখা হয় না।

সারণী- ৫২

শিরোনামঃ শৃঙখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	—	০	%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	卌 卌 卌 卌	২০	১০০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, শৃঙখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সকলেই বক্তৃতা,আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি সমর্থন করেন।

অতএব বিষয়টি পরিচালনায় বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারণী-৫৩

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	—	০	০%
খ.	না	𝍸𝍸𝍸𝍸	২০	১০০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে কোন প্রশিক্ষণার্থী ১ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন।

অতএব বিষয়টি পরিচালনায় সময় বাড়ানো যেতে পারে।

সারণী-৫৪

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে শৃঙখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	—	০	০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	—	০	০%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	—	০	০%
ঘ.	১ ঘন্টা করে ৪টা সেশন	𝍸𝍸𝍸𝍸	২০	১০০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জনের মধ্যে সকলেই ১ ঘন্টা করে ৪টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন।

অতএব, বিষয়টি পরিচালনায় ১ ঘন্টা করে ৪টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী-৫৫

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	—	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	~~||||~~	৫	২৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	~~||||~~ ~~||||~~ ~~||||~~	১৫	৭৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় শৃঙখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫জন বলেন প্রয়োজন মতো, ১৫জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৭৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে মন্তব্য করেন ।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-৫৬

শিরোনামঃ শৃঙখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	~~||||~~ ~~||||~~ ~~||||~~ ~~||||~~	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সমর্থন করেন।কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি।

অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে ।

সারণী-৫৭

শিরোনামঃ অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হলে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে সংরক্ষণ থাকবে কিনা-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি। অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

✧ শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগন যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector, Film Projector. ~~বেতন নির্ধারণ স~~

সারণী নং-৫৮

সারণী শিরোনাম ঃ বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	|||| |||| |	১১	৫৫%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	|||| |||	৮	৪০%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	|	১	৫%
ঘ.	বক্তৃতা, দক্ষাত আলোচনা ও উপস্থাপনা	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৫৫জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৪০ জন , বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ৫জন এবং বক্তৃতা, দক্ষাত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা কেউ উল্লেখ করেননি ।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং ৫৯

শিরোনামঃ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	—	০	০%
খ.	না	|||| |||| |||| ||||	২০	১০০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সমর্থন করেননি কেউই অর্থাৎ শতকরা ১০০জন প্রশিক্ষণার্থী অসমর্থন করেন ।

অতএব, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ।

✦ প্রশিক্ষণার্থীগণ বর্তমান পদ্ধতি সমর্থন না করার পেছনে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেন তা হলো- বিষয়টির ব্যাপকতার তুলনায় সময় বরাদ্দ করা হয় কম । হাতে-কলমে করার সুযোগ থাকে কম, পর্যাপ্ত অনুশীলনীর ব্যবস্থা রাখা হয় না ।

সারণী- ৬০

শিরোনামঃ বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	—	০	%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
		মোট-	২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে , বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সকলেই বক্তৃতা,আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি সমর্থন করেন ।

অতএব বিষয়টি পরিচালনায় বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

সারণী-৬১

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	—	০	০%
খ.	না	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
		মোট-	২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে কোন প্রশিক্ষণার্থী ১ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন ।

অতএব বিষয়টি পরিচালনায় সময় বাড়ানো যেতে পারে ।

সারণী-৬২

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	–	০	০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	–	০	০%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	卌卌卌卌	২০	১০০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জনের মধ্যে সকলেই ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন । অতএব, বিষয়টি পরিচালনায় ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন করা যেতে পারে ।

সারণী-৬৩

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	–	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	卌	৫	২৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	卌卌卌	১৫	৭৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	–	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫জন বলেন প্রয়োজন মতো, ১৫জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৭৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে মন্তব্য করেন ।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-৬৪

শিরোনামঃ বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	|||| |||| |||| ||||	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি। অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

✧ বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগান যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্তপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector, Film Projector.

সারণী-৬৫

সারণী শিরোনাম ঃ ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	|||	৩	১৫%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর	𝍸 ||||	৯	৪৫%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা	𝍸 |||	৮	৪০%

মোট- ২০ ১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ০ জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ১৫ জন , বক্তৃতা , আলোচনা ওপ্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ৪৫জন এবং বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৪০ জন ।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বক্তৃতা ,আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং-৬৬

শিরোনামঃ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	𝍸 ||||	৯	৪৫%
খ.	না	𝍸 𝍸		১১	৫৫%

মোট- ২০ ১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে বাজেট বিষয়ক বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সমর্থন করেন ৯জন অর্থাৎ শতকরা ৪৫জন এবং সমর্থন করেন না ১১ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫জন।

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ।

☆ ভ্রমণ ভাতা বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় তা শতকরা ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ তারা উল্লেখ করেন হাতে-কলমে করার সুযোগ না রাখা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ না করা,দলীয় উপস্থাপনা পদ্ধতি না রাখা ও একক উপস্থপনার সুযোগ না রাখা ।

সারণী- ৬৭

শিরোনামঃ ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	—	০	%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে , ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সকলেই বক্তৃতা,আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি সমর্থন করেন ।

অতএব বিষয়টি পরিচালনায় বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

সারণী-৬৮

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	—	০	০%
খ.	না	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে কোন প্রশিক্ষণার্থী ১ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন ।

অতএব বিষয়টি পরিচালনায় সময় বাড়ানো যেতে পারে ।

সারণী-৬৯

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	—	০	০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	—	০	০%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	IIII IIII IIII IIII	২০	১০০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জনের মধ্যে সকলেই ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। অতএব, বিষয়টি পরিচালনায় ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী-৭০

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	—	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	IIII	৫	২৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	IIII IIII IIII	১৫	৭৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় বেতন নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫জন বলেন প্রয়োজন মতো, ১৫জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৭৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে মন্তব্য করেন।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-৭১

শিরোনামঃভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	|||| |||| |||| ||||	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
		মোট-	২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি। অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে ।

ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগন যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্তপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector, Film Projector , Cordless Microphone.

সারণী নং-৭২

সারণী শিরোনাম ঃ বাজেট, বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা	|||| |||| |	১১	৫৫%
খ.	বক্তৃতা ও আলোচোনা	|||| ||||	৯	৪৫%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	—	০	০%
ঘ.	বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা	—	০	০%
		মোট-	২০	১০০%

মন্তব্যঃ শিরোনামে লিখিত বিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় , তাতে দেখা যায় , বক্তৃতা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকর৫৫জন, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন শতকরা ৪৫জন ।

অতএব বর্তমান প্রশিক্ষণে বিষয়টিতে বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বেশী।

সারণী নং- ৭৩

শিরোনামঃ বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	𝍸 ||||	৯	৪৫%
খ.	না	𝍸 𝍸 |	১১	৫৫%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ যে পদ্ধতিতে বাজেট, বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৯জন অর্থাৎ শতকরা ৪৫জন সমর্থন করেন এবং ১১জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫জন প্রশিক্ষণার্থী অসমর্থন করেন।

অতএব, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

✢ শতকরা ৫৫জন প্রশিক্ষণার্থী বর্তমান পদ্ধতি সমর্থন না করার পেছনে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেন তা হলো- বিষয়টির আলোচনায় পর্যাপ্ত অনুশীলনী ও একক উপস্থাপনার ব্যবস্থা রাখা হয় না।

সারণী- ৭৪

শিরোনামঃ বাজেট, বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	বক্তৃতা ও আলোচনা	—	০	০%
খ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	—	০	%
গ.	বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	২০	১০০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে , বাজেট, বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত আলোচনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সকলেই বক্তৃতা,আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি সমর্থন করেন।

অতএব বিষয়টি পরিচালনায় বক্তৃতা , আলোচনা ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারণী-৭৫

শিরোনামঃ বিষয়টির উপর সেশনের সময়সীমা (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	–	০	০%
খ.	না	卌 卌 卌 卌	২০	১০০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০ জনের মধ্যে কোন প্রশিক্ষণার্থী ১ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় যথেষ্ট নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন।

অতএব বিষয়টি পরিচালনায় সময় বাড়ানো যেতে পারে।

সারণী-৭৬

শিরোনামঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মতে বাজেট, বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত আলোচনায় যত সময় ধার্য করা উচিত-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১টা সেশন	—	০	০%
খ.	১ ঘন্টা করে ২টা সেশন	—	০	০%
গ.	১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন	卌 卌 卌 卌	২০	১০০%
			মোট-২০	১০০%

মন্তব্যঃ সারণীতে দেখা যায় ২০জরেন মধ্যে সকলেই ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। অতএব, বিষয়টি পরিচালনায় ১ ঘন্টা করে ৩টা সেশন করা যেতে পারে।

সারণী-৭৭

শিরোনামঃ বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ-

ক্রমিক নং	বিষয়	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	প্রয়োজনের চেয়ে বেশী	—	০	০%
খ.	প্রয়োজন মতো	‌卌	৫	২৫%
গ.	প্রয়োজনের চেয়ে কম	卌 卌 卌	১৫	৭৫%
ঘ.	প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপরের সারণীতে দেখা যায় বাজেট, সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫জন বলেন প্রয়োজন মতো, ১৫জন বলেন প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থাৎ শতকরা ৭৫জন প্রশিক্ষণার্থী অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে মন্তব্য করেন।

অতএব অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-৭৮

শিরোনামঃ বাজেট, বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীগণ সমর্থন করেন কি না-

ক্রমিক নং	উত্তর	ট্যালি নং	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ক.	হ্যাঁ	卌 卌 卌 卌	২০	১০০%
খ.	না	—	০	০%
			মোট- ২০	১০০%

মন্তব্যঃ উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বিষয়টি আলোচনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকবে বলে সমর্থন করেন। কেউই বিপক্ষে মতামত দেননি। অতএব বিষয়টির পরিচালনায় অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

✧ বাজেট, বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস, প্রস্তুতকরণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগন যে সমস্ত অডিও- ভিজ্যুয়াল যন্তপাতি ব্যবহার করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তা হলো -Over Head Projector, Film Projector , Cordless Microphone.

সারণী-৭৯

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনায় ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০১-০২ সনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা।

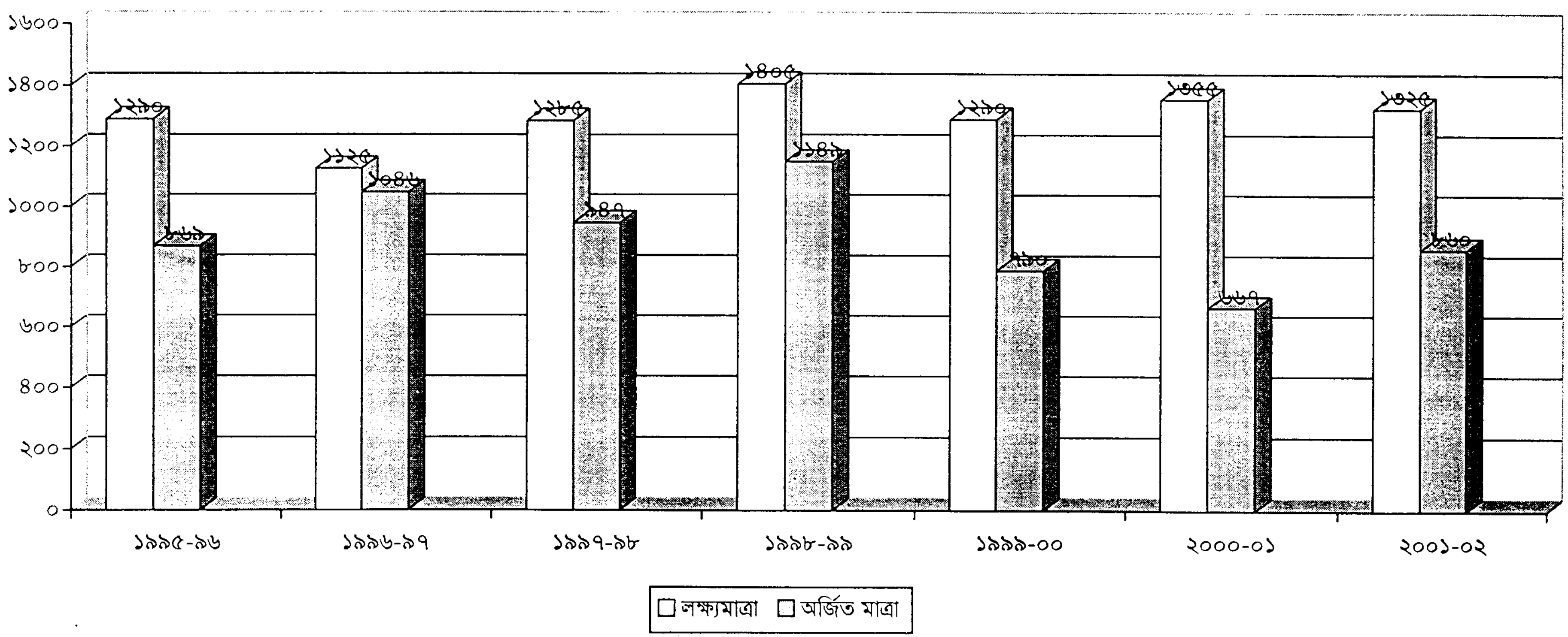

কেন্দ্রের পরিসংখ্যান সহকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৭ বছরের প্রশিক্ষণের প্রবাহচিত্র।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) আহমেদ নাসির উদ্দীন ও আ,ক,ম মাহবুবুজ্জামান (১৯৯৩)

সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ।

২) হক মোঃ শফিকুল ও এ কে এম খায়রুল ইসলাম (১৯৯৫)

আঞ্চলিক কেন্দ্র সমুহের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা ও গৃহীতব্য পদক্ষেপ ।

৩) আজিজ মোহাম্মদ আবদুল (১৯৯২)

উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ